গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৫৪

তারিখঃ ২১/০৫/২০১৬
সময়ঃ দুপুর ০১.০০ টা

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ২১.০৫.২০১৬ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন।

০১। আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)।

ডপলার রাডার (DOPPLER RADAR) ও আবহাওয়া উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ানু' (ROANU) আরও উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় (২১.৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৭° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ০৯:০০ টায় (২১ মে, ২০১৬ খ্রিঃ) চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ১৪০ কিঃমিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১৩৫ কিঃমিঃ পশ্চিমে, মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১৬৫ কিঃমিঃ দক্ষিণপূর্ব এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৭৫ কিঃমিঃ দক্ষিণপূর্ব অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আজ (২১ মে, ২০১৬ খ্রিঃ) দুপুর/বিকাল নাগাদ বরিশাল-চট্টগ্রাম উপকূল (চট্টগ্রামের নিকট দিয়ে) অতিক্রম করতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিঃমিঃ এর মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘন্টায় ৬২ কিঃমিঃ যা দমকা অথবা ঝড়োহাওয়ার আকারে ৮৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে।

চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ০৭ (সাত) নম্বর পুনঃ ০৭ (সাত) নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ০৭ নম্বর বিপদ সংকেত (পুনঃ) ০৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ০৬ (ছয়) নম্বর পুনঃ ০৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার এবং এর অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ০৬ নম্বর বিপদ সংকেত (পুনঃ) ০৬ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৪-৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর জেলা সমূহ এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ সহ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা (২-৩) ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.০	২৯.০	২৯.৮	৩৩.৫	৩২.৫	৩২.৭	২৮.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.৫	২২.৮	২৩.৯	২৪.২	২২.৬	২৩.৫	২৩.৯

* দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৩.৫ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রংপুর ২২.৬ ডিগ্রী সে.।

০২। নদ নদীর-সর্বশেষ অবস্থাঃ (বাপাউবো,তথ্যসূত্রঃবন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৮৫ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৩ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৮টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	১০ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	২৪ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০৪ টি

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- সকল প্রধান নদ-নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলার কতিপয় স্থানের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

নিম্নবর্ণিত ০৫ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি হ্রাস (↓)/বৃদ্ধি (↑)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
০১	সিলেট	সুরমা	কানাইঘাট	↓ ০৯ সে.মি. কমেছে	+ ৮১
০২	সিলেট	কুশিয়ারা	অমলশীদ	↓ ৫৩ সে.মি. কমেছে	+ ১১২
০৩	সিলেট	কুশিয়ারা	শেওলা	↓ ২১ সে.মি. বেড়েছে	+ ৮০
০৪	মৌলভীবাজার	কুশিয়ারা	শেরপুর	↑ ০৪ সে.মি. বেড়েছে	+ ১৪

গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত)

ষ্টেশন/ জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)	ষ্টেশন/ জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)	ষ্টেশন/ জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)
পটুয়াখালী	১৮৯.২	কুমিল্লা	৮৫.০	দূর্গাপুর	৫৯.০
বরিশাল	১৫৮.০	কক্সবাজার	৭৯.০	রামগড়	৫৯.০
বরগুনা	১৫০.০	লামা, বান্দরবান	৭৩.০	নরসিংদী	৫৭.৬
টেকনাফ	১০৩.৬	ভাগ্যকূল	৭২.৫	ঢাকা	৫০.৫
চাঁদপুর	৮৯.০	নোয়াখালী	৬৮.৭	শেরপুর-সিলেট	৫০.০
খুলনা	৬৫.০	-	-	-	-

০৩। **অগ্নিকান্ডঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ ভোর ৬-৪৫ টায় নরসিংদি জেলার সদর উপজেলার পাঁচদোনা এলাকায় অবস্থিত পাকিজা গ্রুপের 'মনটেক্স টেক্সটাইল ডাইনিং' ইন্ডাষ্ট্রিজে আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সকাল ৯-২০টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুনে ০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন লোক আহত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ও আগুন লাগার কারণ পরবর্তীতে জানানো হবে বলে তিনি জানান।

০৪। **ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ানু" কারণে উপকূলীয় জেলায় ক্ষয়ক্ষতিঃ**

০১। **ভোলাঃ** ভোলা জেলার জেলা প্রশাসক, তজুমুদ্দিন উপজেলার ইউএনও-এর বরাত দিয়ে জানান, আজ ২১.৫.২০১৬ তারিখ ভোর রাত ৩-৩০টার সময় উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের শশীগঞ্জ গ্রামে এক টর্ণেডো বয়ে যায়। **এ সময় ঘরচাপা পরে আকরাম (১২) এবং রেখা বেগম (৪০) নামে ২(দুই) জন ব্যক্তি মারা যায়।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ২ ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে মোট ৪০,০০০/- টাকা নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া চর নিজাম, কলাতলী, ঢালচর ইউনিয়নে কয়েকশত লোক বিভিন্ন স্কুল ও বাড়িঘরে আশ্রয় নেয়ার কথা জানান।

০২। **পটুয়াখালীঃ** পটুয়াখালীর জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত এনডিসি জানান, জেলার দশমিনা উপজেলার উত্তর লক্ষীপুর্ণিজাবাদ গ্রামে আজ ২১.০৫.২০১৬ তারিখ ভোর রাত আনুমানিক ২ টার সময় ভারী বর্ষণের কারণে ৮/১০টি মাটির ঘর ভেংগে পরে। **এ সময় ঘরচাপা পরে নয়া বিবি (৫২), স্বামী- সুন্দর মিয়া নামে একজন মহিলার মৃত্যু হয়।** মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

০৩। **চট্রগ্রামঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান, **ভারী বর্ষণের কারণে পাহাড় ধসে মাটি চাপা পরে জেলার সীতাকুন্ডু উপজেলার সলিমপুরে কাজল বেগম (৫০) ও বেলাল (১০) নামের ২ জন মারা গেছে।** তাদের সম্পর্ক মা-ছেলে। মৃত ২ ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে মোট ৪০,০০০/- টাকা নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

* দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC** (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭**x২৪**) খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC**'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/**email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩; ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০
Email: ndrcc.dmrd@gmail.com

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৬৬৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (দুঃব্যঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৯। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হল।
১৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। উপরি উক্ত তথ্য ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য।
১৫। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।